মুজিবনগরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গ্রামের ক্লাব প্রাঙ্গনে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে গ্রামের তৃণমূল মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে এবং অসহায় দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে এই বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে শিশু বিশেষজ্ঞ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা বিনামূল্যে ১৭০জন রোগীকে বিনা মূল্য চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

মুজিবনগরে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ২ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অবৈধভাবে ভৈরব পাড়ের মাটি কাটার অপরাধে ৩ জন ব্যাবসায়ীকে ২ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্মমান আদালত।

গতকাল সোমবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্মমান আদালতের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট সাইফুল হুদা এ রায় দেন।

এ সময় অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে বালুমহাল মাটি ব্যাবস্থাপনা আইন ২০১০ সালের ৪ এর ১৫(১) ধারায় মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী

গ্রামের মিয়ারুল ইসলামের ছেলে গোলাম রাব্বী ও গাংনী উপজেলার ঢেপা গ্রামোর জিন্নাত আলীর ছেলে জামিরুল ইসলামের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা ও মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে কালুর কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেন।

এবং পরবর্তিতে মাটির ব্যাবসা করবেনা বলে কালু মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে মুছলেখা প্রদান করে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্মমান আদালতের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট সাইফুল হুদা বলেন, অবৈধভাবে উপজেলা কোমরপুর ও মহাজনপুরে ভৈরব নদীর পাড়ের মাটি কাটছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোমরপুর ও মহাজনপুর গ্রামে অভিযান চালানো হয়।

পরে সেখানে মাটি কেটে নিয়ে যাওয়ার সময় হাতেনাতে মাটি বহনকারী ট্রাক্টর ট্রলি আটক সেখানে মোবাইল কোর্ট বসানো হয়।

মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৩ জন ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে মোট ২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মেহেরপুরে বিএনপির ৩ বিদ্রোহীসহ ১২ জনের মনোনয়ন জমা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে মেহেরপুরের দুটি আসনে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে মোট ১২ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

আজ সোমবার মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের কাছে প্রার্থীরা আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানের সময় স্ব স্ব রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও

অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন।

এদের মধ্যে বিএনপির ৩ বিদ্রোহীসহ মোট ৫ জন, জাতীয় পার্টির ২ জন, জামায়াতের ২ জন, এনসিপির ১ জন, সিপিবির ১ জন এবং ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ, বিদ্রোহী প্রার্থী জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, জামায়াত মনোনীত প্রার্থী জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. আব্দুল হামিদ, এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা, সিপিবি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান।

মেহেরপুর-২ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী মো. আমজাদ হোসেন, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বিদ্রোহী প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, আমরা এখনো আশা করছি মনোনয়ন পরিবর্তনের সুযোগ আছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে মনোনয়ন পরিবর্তন করা হয়েছে। সে হিসেবে আমরা আশাবাদী। তবে দল যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই চূড়ান্ত।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর-১ আসনে ১৪ জন এবং মেহেরপুর-২ আসনে ৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

গাংনীতে বসুন্ধরা শুভসংঘের বার্ষিক মতবিনিময় ও আলোচনা

সভা

বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার আয়োজনে “কেমন চাই আগামীর বাংলাদেশ?” শীর্ষক আলোচনা ও বার্ষিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

একাত্তরের চেতনা ও চব্বিশের জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিট ধারণ করে আগামীর বাংলাদেশকে একটি উন্নত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয় সভায়।

অনুষ্ঠানে বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার উপদেষ্টা সৈয়দ জাকির হোসেন মাস্টার বলেন, একাত্তরের চেতনা ও চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করে আগামীর বাংলাদেশকে একটি উন্নত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা মেহেরপুর জেলা বসুন্ধরা শুভসংঘের সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম বকুল বলেন, ডান-বাম কিংবা বিদেশিদের প্রেসক্রিপশনে নয়, বাংলাদেশকে এখন হাঁটতে হবে নিজের নাক বরাবর বাংলাদেশপন্থী হয়ে।

ইঞ্জিনিয়ার ও বসুন্ধরা শুভসংঘের উপদেষ্টা রাশেদ বোরহান বলেন, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে তরুণদের সঙ্গে নিয়ে ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কাজ করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা বসুন্ধরা শুভসংঘের সাধারণ সম্পাদক নাফিউল ইসলাম তরুণ সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তরুণদের এই বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশ। সমাজের সব শুভ কাজে তরুণদের একটি প্ল্যাটফর্মে এসে রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতে কাজ করতে হবে। সেই কাজই করে যাচ্ছে বসুন্ধরা শুভসংঘ।

শীতের বিকেলে গাংনী উপজেলার আব্দুল মজিদ মাস্টার স্টাডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা ও বার্ষিক সভায় প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।

একঝাঁক তরুণদের অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি মাহফুজ রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক এস. এম. তারেক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সাংবাদিক জুলফিকার আবির, ত্রাণ ও দুর্যোগ সম্পাদক ফাহাদ হোসেন শিহাব, কার্যকরী সদস্য ইয়াছিন হাবিব, জায়েদ কবির

এবং ওয়াহিদুজ্জামান স্বপ্নীল।

নতুন বছরে বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখা কীভাবে ভিন্নধর্মী সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং বসুন্ধরা শুভসংঘ ডিজিটাল পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন রাজু আহমেদ বনি।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী যাচাই-বাছাই কার্যক্রম

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যাচাই-বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

কার্যক্রমে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম। যাচাই-বাছাই কার্যক্রমে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা আবেদনকারীদের শারীরিক অবস্থা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করেন। প্রকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিকভাবে শনাক্ত করে সরকারি ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করাই এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য বলে জানান উপজেলা প্রশাসন।

মেহেরপুরে এনজিও বিষয়ক মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় এনজিও বিষয়ক মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুর ১২টায় উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। সভায় শহরের বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম, সমন্বয় জোরদারকরণ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এনজিওগুলোর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এক বছরে দেশে ঠেলে দেওয়া হলো ৩৭২ বাংলাদেশিকে

এক বছরে মেহেরপুরের গাংনী ও মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ৩৭২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর ও পুশ ইন করেছে বিএসএফ। এক বছরে মেহেরপুরের গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে মোট ৩৭২ জন বাংলাদেশিকে হস্তান্তর ও পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

কাজের সন্ধানে এসব বাংলাদেশি অবৈধভাবে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। তাদের মধ্যে কেউ ১৫ বছর আগে, কেউ ১০ বছর আগে, আবার কেউ চার-পাঁচ বছর আগে ভারতে যান। সেখানে তারা বিভিন্ন ইটভাটা ও কলকারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন।

গত ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের আটক করে হাজতে পাঠায়। হাজত থেকে মুক্তির

পর রাতের আঁধারে অবৈধ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যা পুশ ইন নামে পরিচিত।

সূত্র জানায়, এর মধ্যে ২০৫ জন বাংলাদেশিকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে বিএসএফ হস্তান্তর করে। অপরদিকে, ১৬৭ জনকে মেহেরপুরের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ অবৈধভাবে পুশ ইন করেছে।

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্ত দিয়ে রাতের আঁধারে নারী, শিশু ও পুরুষসহ ৩০ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

৩ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী সীমান্ত দিয়ে রাতের আঁধারে ভারতে বিভিন্ন সময়ে পুলিশের হাতে আটক হওয়া নারী, শিশু ও পুরুষসহ ৩০ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

পুশ ইন হওয়া সবাই ভারতের কলকাতাসহ বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং বিভিন্ন মেয়াদে ভারতে কারাভোগ করেন। আটকদের মধ্যে ১৮ জন পুরুষ, ২ জন শিশু ও ১২ জন নারী রয়েছেন। তারা সবাই খুলনা, লালমনিরহাট ও আশপাশের জেলার বাসিন্দা।
আটকদের একজন জানান, কাজের সন্ধানে তারা অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন এবং কলকাতাসহ বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছিলেন।

নভেম্বর ১৯, গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ২৪ জন বাংলাদেশিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর কাছে হস্তান্তর করেছে।

পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষ থেকে কাথুলী কোম্পানির দপ্তর কমান্ডার নায়েক সুবেদার মো. কামরুজ্জামান এবং বিএসএফের পক্ষ থেকে ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্টার ৫৬ ব্যাটালিয়নের তেইরপুর কোম্পানি কমান্ডার এসি আনচ কুমার উপস্থিত ছিলেন।

অক্টোবর ২৬, মুজিবনগর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২৯ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ, ১৭ জন নারী ও ১ জন শিশু রয়েছেন।

অক্টোবর ২৫, মেহেরপুরের গাংনীর দুই সীমান্ত দিয়ে ভারতে আটক ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ জন নারী-পুরুষকে বাংলাদেশে হস্তান্তর

নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে মেইন পিলার ১০৫-এর নিকটে শূন্য লাইনে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে এই পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

হস্তান্তর হওয়া ব্যক্তিরা হলেন, ফরিদপুর ভাঙ্গা থানার ওদুদ শেখের ছেলে আবু সাইদ (৪৫), তার স্ত্রী বিউটি বেগম (৪০), ছেলে সম্রাট
(৭) ও মেয়ে শিমলা আক্তার (১১), ফরিদপুর নগরকান্দা থানার বদিরুজ্জামান (৩৯), তার স্ত্রী ডলি (৩৫), মেয়ে লামিয়া আক্তার (৬), ছেলে আলী আকবার (৪) ও মেয়ে ছাদিয়া আক্তার (১.৫)।

আগস্ট ১৩, মেহেরপুরের মুজিবনগরে ১ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাসহ মোট ৪ জনকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) পুশইন করেছে। পরে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তাদের আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আগস্ট ১, মুজিবনগর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্য পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে চার শিশু, পাঁচ নারীসহ ১৭ বাংলাদেশীকে ফেরৎ পাঠিয়েছে বিএসএফ। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত ৬ বিজিবি এবং ১৬১ বি এস এফ এর কোম্পানি কমান্ডার পর্যায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এসব বাংলাদেশীকে ফেরৎ দেন তারা।

২৯ জুলাই, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ৭ জন নারীসহ ১৮ জনকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

২৬ জুন, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে ৮ জন বাংলাদেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশ-ইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

২৬ জুন, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে ৮ জন বাংলাদেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশ-ইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

১০ জুন, ভোরে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সীমান্ত দিয়ে ১২ জনকে, ৪ মে ভবেরপাড়া সীমান্ত দিয়ে ১০ জনকে, ২৫ মে সোনাপুর সীমান্ত দিয়ে ১৯ জনকে এবং ২৭ মে সোনাপুর সীমান্ত পিলার ১০১ কাগমারী মাঠ

দিয়ে আরও ৩০ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করা হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে ১৫ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী।পুশ ইন হওয়া বাংলাদেশিদের অধিকাংশের বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলায়। এর পাশাপাশি চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, লালমনিরহাট, কক্সবাজার, ফরিদপুর, পিরোজপুরের নাগরিক রয়েছেন।

ভারত থেকে আসা কয়েকজন জানিয়েছেন, তাঁরা সবাই বাংলাদেশি। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন। সেখানকার পুলিশ তাঁদের আটক করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। পরে বিএসএফ তাঁদের সীমান্তে এনে কাঁটাতারের গেট খুলে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়।

কক্সবাজারের রিয়াজ আলী বলেন, প্রায় চার বছর হলো জীবিকার আশায় চোরাইপথে ভারতে গিয়েছিলাম। নয়ডা জেলার একটি লোহার কারখানায় চাকরি করতাম। ২ মে পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যায়। পরে তারা আমাকে নদীয়া জেলার কারাগারে পাঠায়। সেখান থেকে একটি ট্রাকে সীমান্তে এনে ফেলে দেয়।

কুড়িগ্রাম জেলার জাহাঙ্গীর আলম ও বাবুল হোসেন বলেন, তারা দুজনই পরিবার নিয়ে প্রায় এক যুগ আগে ভারতে গিয়েছিলেন। গত বছরের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বহরমপুর বাজারে একটি বহুতল ভবনের নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেছিলাম। ভারতে বাংলাদেশের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি। গত মাসে পরিবার নিয়ে দেশে ফেরত আসার সময় বিএসএফ আটক করে তাদের জেলে পাঠায়।

জেল থেকে হৃদয়পুর সীমান্ত এলাকায় ট্রাকে করে এনে তাঁদের জড়ো করে এবং কাঁটাতারের মাঝখানে যে দরজা আছে, সেটা খুলে আমাদের বাংলাদেশের ভেতরে ঠেলে দেয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিদের বিজিবি থানায় হস্তান্তর করলে আমরা আইনানুগভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে পুশ ইন প্রতিরোধে বিজিবি কঠোর নজরদারি ও টহল তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তবর্তী জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছি।

কোনো ব্যক্তি যাতে বেআইনিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশে ঢুকতে না পারে, সে বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছি। পাশাপাশি, যেসব ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে পুশ ইন-এর চেষ্টা হয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা নিয়মিতভাবে বিএসএফের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে মৌখিক ও লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

গাংনীর ভাটপাড়ায় বিএনপি ও জামায়াত কর্মিদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ৬

মেহেরপুরে গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামায়াত ও বিএনপির কর্মীদের মধ্যে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় বিএনপি সমর্থক জিয়ারুল চৌধুরী ও জামায়াতের ৪ কর্মি আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আহত জামায়াত কর্মীরা হলেন, সোহরাব হোসেন, তার ছেলে শিশির, রবিউল ইসলাম রুবেল, আলাউদ্দিন বাবলু। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ৯ টার দিকে ভাটপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে গাংনী উপজেলা জামায়াত। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা জামায়াতের আমীর মো: রবিউল ইসলাম।

এসময় জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, পৌর জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি জিল্লুর রহমান, গাংনী উপজেলা জামায়াতের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সচিব শফিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুববিভাগের সভাপতি আবু সায়েম ও পৌর জামায়াতের আইন সম্পাদক আলমগীর হোসেন।

উল্লেখ্য, সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, রবিবার সকালে বিএনপি কর্মী জামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে হামলা চালায়। এতে জামায়াতের চার স্থানীয় কর্মী আহত হন। আহতরা হলেন, সোহরাব হোসেন, তার ছেলে শিশির, রবিউল ইসলাম রুবেল, আলাউদ্দিন বাবলু। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের বিচারের দাবী জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার সকাল ৯ টার দিকে জামায়াতের ইউনিট বায়তুল মাল বিষয়ক সম্পাদক সোহরাব হোসেনের মুদি দোকানে কয়েকজন মহিলা জামায়াত কর্মী ইয়ানতের টাকা দেয়ার জন্য যায়। এসময় জান্নাত কেনা বেচা নিয়ে কথা হয়। পরে স্থানীয় বিএনপি কর্মি জামাল হোসেনের সাথে সোহরাব হোসেন ও শিশিরের কথা কাটাকাটি, ধাক্কাধাক্কি হলে স্থানীয়রা বিষয়টি মিমাংসা করে।

পরে বিষয়টি নিয়ে আবার ভাটপাড়া বাজারে রবিউল ইসলামের ওষুধের দোকানে বাকবিতণ্ডা শুরু হলে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে বিএনপি ও জামায়াতের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শীতার্ত ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলামের নেতৃত্বে আজ রবিবার বিকেলে বারাদী ইউনিয়নের রাজনগর গ্রামে শতাধিক দরিদ্র ও শীতার্ত মানুষের মাঝে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শীতবস্ত্র পেয়ে উপকারভোগীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উপজেলা প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এ সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা

হাদী হত্যার বিচারের দাবিতে মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ

হাদী হত্যার দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে মেহেরপুরে সচেতন ছাত্রসমাজের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। আজ রবিবার বিকেল ৩টায় মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা হাদী হত্যার ঘটনায় গভীর ক্ষোভ ও শোক প্রকাশ করে অবিলম্বে দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। তারা বলেন, ন্যায়বিচার নিশ্চিত না হলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা আরও বাড়বে। এ ধরনের নৃশংস ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রশাসনের কঠোর ভূমিকা কামনা করেন বক্তারা।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জুলাই যোদ্ধা খন্দকার মুইজ উদ্দিন, ইব্রাহিম হোসেন, শেখ শাপলা খাতুন, জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ খান ও আসিক রাব্বি, সদস্য (লিয়াজু/সংগঠন) মো. হাসনাত জামান সৈকত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব মো. মুজাহিদুল ইসলাম, মারুফ হাসানসহ ছাত্রজনতার প্রতিনিধিরা।

সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানের মাধ্যমে হাদী হত্যার বিচার এবং নিরাপদ সমাজ গঠনের দাবি জানান। শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচি শেষে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে সমাবেশ সমাপ্ত হয়।